গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাগেরহাট জেলা, বাগেরহাট

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০৩
প্রস্তাবনা	০৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	০৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	০৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	০৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১১
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১২
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৩
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৪
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৮
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৯

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাগেরহাট জেলার কর্ম সম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জন সমূহ

বাগেরহাট জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে সহকারী / উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ৩ (তিন) বছরে এই জেলায় প্রায়৫৭৭২ টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৮৮৪৪ টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম, ৬০.০০ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন এর মাধ্যমে পল্লী ও পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ,১১টি আরও প্লান্ট স্থাপন, ১৭৯ টি পুকুর পুনঃখনন, ০৫ টি পুকুর খনন, ১১৪ টী সোলার পিএসএফস্থাপন, পৌরসভাতে ২০০ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রিটমেন্ট প্লান্ট,ওভারহেড ট্যাংক, ১২ কিমি আরসিসি প্রাইমারী ড্রেন, বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন এবং করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে ৪১ টি হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর অক্টোবর মাসে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ও ১৫ অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জনগণকে উন্নত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে সচেতন করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ

বাগেরহাট জেলার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল জেলাটিতে শতভাগ সুপেয় পানি নিশ্চিত করা । জেলারকয়েকটি উপজেলায় গভীর নলকূপের মাধ্যমে সুপেয় পানি পাওয়া যায় কিন্তু মোড়েলগঞ্জ,শরণখোলা, কচুয়া, চিতলমারী ও মোংলা উপজেলায় গভীর একুইফার না থাকায় (বালু স্তর) এবং কোন ধরণের নলকূপ সফল না হওয়ায় পুকুর পুনঃখনন, পিএসএফ, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, আর ও প্লান্ট স্থাপন এবং মিনি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এর মাধ্যমে সুপেয় নিরাপদ পানি সরবরাহ করা প্রয়োজন। জেলার সর্বত্র ভূ-গর্ভস্ত সুপেয় পানির স্তর না থাকায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় বার্ষিক বরাদ্দ কম থাকায় এসব অঞ্চলে সুপেয় পানি শতভাগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাগেরহাট জেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে। যেমন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, জেলার প্রতিটি গ্রোথ সেন্টারে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপনএবং জাতিসংঘ ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ণ অভীষ্ট" এর লক্ষমাত্রা ৬.২ অনুযায়ী,"২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমতা ও পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি করা, খোলা জায়গায় মলত্যাগ নির্মূল করা এবং নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা"।

২০২৩-২৪অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ:

পানি সরবরাহঃ

- পল্লীএলাকায় গভীর নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপন –**৯১০**টি
- রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টর স্থাপন / পানির উৎস স্থাপন-১৩৭৪০টি
- পল্লীএলাকায় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইন স্থাপন –১৮কিঃমিঃ
- পানির গুণগতমান নিরীক্ষা----------১৪৬৫০ টি